সংবাদ

29 MAY 2017

# গোপালগঞ্জে ঝড়ে বিধস্ত স্কুল : গাছ তলায় পাঠদান

রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ঝড়ে গোপালপুর পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি টিন সেড ভবন বিধ্বস্ত হয়ে শ্রেণীকক্ষের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। কখনো স্কুলের বারান্দায়। অবার কখনো গাছ তলায় ক্লাস নেয়া হচ্ছে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কষ্টের সীমা নেই। প্রধানমন্ত্রীর নিজ নির্বাচনী এলাকা টুঙ্গিপাড়া উপজেলার গোপালপুর গ্রামে এ স্কুলটির অবস্থান। পাশেই কোটালীপাড়া উপজেলা। দু'উপজেলার শিক্ষার্থীরা এ স্কুলে পড়াশোনা করছে। উপজেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী এ স্কুলে পড়াশোনা করছে। ১৯৫৮ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ভবন সংকট রয়েছে। গত ১৫ মে ঝড়ে স্কুলের ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিন সেড ভবন বিধস্ত হয়ে শ্রেণি কক্ষ সংকট আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কক্ষে গাদাগাদি করে বসতে হচ্ছে। এক কক্ষে শতাধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে শিক্ষককে হিমশিম্ খেতে হচ্ছে। স্কুলটি বরাবরই জেএসসি ও এসসসিতে ভালো রেজাল্ট করে আসছে। শ্রেণি কক্ষের সংকট দুর করতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা স্কুলে বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মানের দাবি জানিয়েছে। স্কুলের অফিস সহকারী মণি মোহন সেন জানান, বর্তমানে স্কুলে ৭০১ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। শ্রেণী কক্ষ রয়েছে ৭টি। এর মধ্যে ঝড়ে ৩টি বিধ্বস্ত হয়েছে। ১ কক্ষে শতাধিক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে। স্কুলের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র রক্তিম বাইন বলে, ঝড়ে আমাদের শ্রেণি কক্ষ বির্ধস্ত হয়েছে। আমাদের ক্লাসে ১৪৪ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এখন কষ্ট করে স্কুলের বারন্দায় ও গাছ তলায় শিক্ষকরা ক্লাস নিচ্ছেন। এতে আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে। ৮ম শ্রেণীর ছাত্রী তিথি ঢালী বলে, আমাদের ক্লাসে ১৪৫ জন শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। একটি কক্ষে গাদাগাদি করে আমাদের বসেত হচ্ছে। শ্রেণী কক্ষের পেছনের বসলে শিক্ষকের লেকচার ভালোভাবে শোনা যায় না। এ ভাবে শ্রেণীর পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। আমাদের স্কুলের সব ক্লাসেরই এ অবস্থা। তাই বহুতল ভবন নির্মাণ করে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক দেশবন্ধু বিশ্বাস বলেন, বিধি অনুয়ায়ী একটি ক্লাসে ৬০ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান করলে শিক্ষক শিক্ষার্থী সবার মনোযোগ থাকে। শিক্ষকও শ্রেণি কক্ষটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। কিন্তু আমাদের স্কুলে প্রতি শ্রেণিতেই ২/৩ গুন বেশি শিক্ষার্থীকে পাঠ দান করাতে হচ্ছে। এতে মনোযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাপস কুমার বাড়ৈ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নিজ নির্বাচনী এলাকার এ স্কুলটির রেজাল্ট বরাবরই ভালো। এখানে উপজেলার সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে। কিন্তু শুরু থেকে ভবন সংকট রয়েছে। ঝড়ে একটি ভবন ভেঙে এ সংকট তীব্র আকার ধারন করেছে। এখানে উর্ধমুখি ভবন নির্মাণ করা হলে শ্রেণি সংকট দূর হবে। শিক্ষকরা আরো ভালো পাঠদান করতে পারবে। শিক্ষার মান আরো বৃদ্ধি পাবে। টুঙ্গিপাড়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শাহ জালাল বলেন, জরুরি ভিত্তিতে ভবনটি সংস্কারের জন্য আমি জেলা প্রশাসক, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেছি। ওইখান থেকে ফান্ড পাওয়া গেলে বিধ্বস্ত ভবনটি সংস্কার করা হবে। উর্ধ্বমুখী ভবন নির্মাণের জন্য স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও প্রধান শিক্ষককে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর আবেদন করতে হবে।